অভিমত

সরকারি কলেজশিক্ষা বিপর্যস্ত

আবদুস সাত্তার মোল্লা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির সময় থেকে অর্থাৎ ১৯৯২ সাল থেকে সরকারি-বেসরকারি উভয় প্রকার কলেজে গণহারে সম্মান ও স্নাতকোত্তর শ্রেণী খোলা হতে থাকে। ঘটনাটি বেশি ঘটে সরকারি কলেজে, উদ্যোক্তাদের ধারণা, এসব কলেজে বর্তমান শিক্ষকমণ্ডলীই কয়েক বছর উচ্চতর শিক্ষাদান প্রক্রিয়া চালিয়ে নিতে পারবেন। তাছাড়া অবকাঠামোর ক্ষেত্রেও বেসরকারি কলেজ থেকে সরকারি কলেজ একটু সুবিধাজনক পর্যায়ে আছে। অধিকন্তু শিক্ষকমণ্ডলী পূর্ণ সরকারি চাকরি করেন বলে সরকারি পদক্ষেপ পছন্দ না হলেও বিরোধিতা করতে পারেন না।

সরকারি কলেজগুলোর শিক্ষা বিপর্যয়ের কথা সকল শিক্ষকেরই জানা। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি এবং সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদ নামে বর্তমানে দুটো প্রধান সংগঠন সরকারি কলেজ শিক্ষকদের নানা সমস্যা নিয়ে ভাবে। কিন্তু সংগঠন দুটোর মূল কাজ 'অধিকার' নিয়ে কথা বলা। 'কর্তব্য' নিয়ে ভাবনার বিষয়টি তাদের কাছে গৌণ। তাই কর্মরত শিক্ষকদের বেতন-কাঠামো, চাকরি স্থায়ীকরণ, সিলেকশন গ্রেড, পদোন্নতি, বদলির নীতিমালা, ছুটির পূর্ণ সুবিধা, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সে স্থান ইত্যাদি নিয়ে নেতাদের যতো চিন্তা ততো চিন্তা শিক্ষা সমস্যা নিয়ে তাদের নেই। তাই সংগঠনগুলোর কাজকে অনেক সময়ই মনে হয় ট্রেড ইউনিয়নিজম। 'অধিকার'গুলো পরোক্ষভাবে হলেও শিক্ষাকে প্রভাবিত করে, কিন্তু 'কর্তব্য' পালনের সুবিধাও এক ধরনের অধিকার।

সরকারি কলেজে শিক্ষক সংকট রয়েছে। মামলাজনিত কারণে পদোন্নতি না হওয়ায় অধ্যাপক থেকে সহকারী অধ্যাপক পর্যন্ত বহু পদ খালি থাকা সত্ত্বেও এন্ট্রি পয়েন্ট প্রভাষক হওয়ায় এবং প্রভাষক পদ খালি না থাকায় নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছে না।

গত বছর এপ্রিল, মে এবং জুলাই মাসে বড়ো অঙ্কের পদোন্নতির পর সরকারি কলেজগুলোতে প্রভাষক খুঁজে পাওয়া ভার। তদুপরি বুচরা পদোন্নতি প্রক্রিয়া চালু থাকায় সরকারি কলেজগুলো এ বছরের জানুয়ারি থেকে বস্তুত প্রভাষকশূন্য হয়ে পড়ে। এখন এন্ট্রি পয়েন্টই খালি। সুতরাং নতুন নিয়োগের পথে কোনো পদগত অন্তরায় নেই। অন্তরায় সরকারি নিষেধাজ্ঞা এবং তার কারণ দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা।

আর্থিক অনটন মানুষের দৈনন্দিন খাওয়া-পড়ার বাজেট তেমন কমাতে পারে না, পারে অনুৎপাদনশীল ও জাঁকজমকপূর্ণ খাতে ব্যয় হ্রাস বা বন্ধ করতে এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা আনতে। এখন সরকারকে চিন্তা করতে হবে শিক্ষার ব্যাপারটি দৈনন্দিন খাওয়া-পড়ার সঙ্গে না কি জাঁকজমকের সঙ্গে সমতুল্য।

অনার্স-মাস্টার্স খোলায় উচ্চশিক্ষার বিকেন্দ্রায়ন হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু শিক্ষার মান ক্রমহ্রাসমান। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই ক্রমহ্রাসমানতা ঠেকানোর একটি কার্যকরী পদক্ষেপ নিচ্ছে এবার। এই পদক্ষেপটি হচ্ছে স্নাতক পর্যায়ের পাসকোর্স ৩ বছরমেয়াদি এবং অনার্স কোর্স ৪ বছরমেয়াদি করার সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রতি বিষয়ের অনার্স কোর্স পরিবর্ধনের জন্য তৈরি হয়েছে বিশেষজ্ঞ কমিটি এবং এসব কমিটি ইতিমধ্যেই তাদের কোর্স তৈরির কাজ সেরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে জমা দিয়েছে বলেও জানা গেছে।

মজার ব্যাপার হলো ৪-৫ বছর ধরে যেসব বিষয়ে অনার্স পড়ানো হচ্ছে এবং দুতিনটা মাস্টার্স ব্যাচও বের হওয়ার পথে সেগুলোতে এখনো অনার্স পর্যায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ৭টি পদই সৃষ্টি করা হয়নি। মাস্টার্সের জন্য প্রয়োজনীয় ১২টি পদ সৃষ্টি তো পরের কথা। এখনো ৪টি পদে তার চেয়েও কম (১-৩) সংখ্যক শিক্ষক ৭ জন বা ১২ জনের কাজ চালানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এই চেষ্টা কতোটা ফলপ্রসূ হচ্ছে তা সংশ্লিষ্ট কলেজগুলো পরিদর্শন করলেই বোঝা যাবে। ৩ বছরের পাস এবং ৪ বছরের অনার্স কোর্স যথাযথভাবে পড়ানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চাইলে এসব কোর্সের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে নতুন পদ-কাঠামোও তৈরি করা দরকার সেদিকে কারো নজর আছে বলে মনে হয় না।

দেশের বিখ্যাত ২০-৩০টি কলেজে চাকরি করার ইচ্ছে অধিকাংশ শিক্ষকই পোষণ করেন। তাই এই কলেজগুলোতে খুব কম পদই শূন্য থাকে। কিন্তু উদীয়মান বড়ো কলেজ বা অনার্স কলেজ যেগুলোর অধিকাংশ নতুন/ছোট জেলায় অবস্থিত সেগুলোর পড়াশোনা দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। আর অনার্সবিহীন বা শুধু উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের কলেজগুলোতে যেখানে বিষয়প্রতি একটি প্রভাষক বা বেশির পক্ষে একটি সহকারী অধ্যাপক ও একটি প্রভাষকের পদ আছে সেগুলো এখন শিক্ষকশূন্য। প্রভাষকের ৩ হাজারে অধিক পদ গত বছর জুলাই থেকে খালি পড়ে রয়েছে।

নতুন কোর্স তৈরি হয়েছে এবং ৪ বছরমেয়াদি অনার্স কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি চলছে। আগামী জুন মাস থেকেই নতুন ব্যাচের (২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষ) ক্লাস আরম্ভ হওয়ার কথা। কিন্তু নতুন কোর্স সম্পর্কে শিক্ষকগণ এখনো আছেন অন্ধকারে। ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস শুরু হওয়ার আগে শিক্ষকদের নতুন সিলেবাস এবং সে সিলেবাস পড়ানোর কৌশল উভয়টিই জানতে হবে। এর জন্য চাই বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ।

পুরোনো কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় (বিশেষত বিজ্ঞান বিষয়ের) উপকরণই এখনো সরবরাহ করা যায়নি। এর মধ্যেই আসছে নতুন কোর্স। কোর্স যদি আন্তর্জাতিক মানে, নিদেনপক্ষে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মানেও উন্নীত হয়ে থাকে, তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় তাতে ব্যবহারিক কোর্সেও নতুন কিছু বিষয় যুক্ত হয়েছে। এগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক, যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যের সরবরাহ পাওয়া যাবে কিনা জানা যায়নি। ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য বার্ষিক একটি সরকারি বরাদ্দ থাকে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এক্ষেত্রে বড়ো কলেজ-ছোট কলেজের কোনো পার্থক্য করা হয় না, একেবারে সমবণ্টনের ব্যবস্থা আর কি! কিন্তু ৪০ জনের জন্য যে পরিমাণ উপকরণ দরকার, ১২০ (বা ততোধিক) জনের জন্যও সেই বরাদ্দ কি হাস্যকর নয়?

আমরা মনে করি : যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বা কর্মশালার মাধ্যমে সকল অনার্স কলেজের (সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে) শিক্ষকদেরকে নতুন কোর্স সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয়ের জন্য শিক্ষার্থী সংখ্যার অনুপাতে আশু সরকারি বরাদ্দ দিতে হবে এবং কলেজের উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে উপকরণ ক্রয়ের গাইডলাইন দেওয়া প্রয়োজন। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি (কয়েক মাসের মধ্যে) সরকারি কলেজের শূন্যপদে প্রভাষক নিয়োগ করতে হবে, প্রয়োজনে বিশেষ বিসিএস পরীক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। পাশাপাশি পূর্বের পদ-কাঠামো অনুসারে বিষয়ভিত্তিক পদ সৃষ্টি করতে হবে এবং এসব পদ পূরণের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নতুন দীর্ঘমেয়াদি কোর্সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ-কাঠামো তৈরি করতে হবে যাতে পদের সংখ্যা বেড়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হয়।

আবদুস সাত্তার মোল্লা : ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের শিক্ষক।

MAY 13 2002